স্নেহেন্দুবিকাশ গোপ
প্রযোজিত

সরস্বতী চিত্রমের নিবেদন

দুষ্টু মিষ্টি

ছোট
বড়
সবার
ছবি

পরিবেশনা / এনডি ফিল্মস্

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শ্রীমতী তৃপ্তি গোপের নিবেদন
সরস্বতী চিত্রমের দ্বিতীয় প্রয়াস

দুষ্টু মিষ্টি

প্রযোজনা : স্নেহেন্দু বিকাশ গোপ
চিত্রনাট্য-সংলাপ-পরিচালনা : রাজকুমার রায়চৌধুরী
কাহিনী : সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংগীত : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
* গীতরচনা : অতুলপ্রসাদ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় *

চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা : শক্তি ব্যানার্জী ॥ চিত্রগ্রহণ : পান্তু নাগ ॥ প্রধান সম্পাদক : রমেশ যোশী ॥ সম্পাদনা : অমলেশ শিকদার ॥ শিল্পনির্দেশনা : গুপী সেন ॥ কর্মসচিব : পরেশ চক্রবর্তী ॥ ব্যবস্থাপনা : অনিল দাশগুপ্ত ॥ রূপসজ্জা : গোপাল হালদার ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল সেনগুপ্ত, সৌমেন মুখার্জী, কালীপদ রায় ॥ সাজসজ্জা : ডি. ব্রাদার্স ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥
* নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী : আরতি মুখার্জী, গায়ত্রী চৌধুরী, হৈমন্তী শুক্লা,
* প্রচার অঙ্কন : নির্মল রায়, ডিজাইন, রতন বরাট, পালিত, ডি, এজেন্সী, ভবানীপুর লাইট হাউস এ, কে, কনসার্ণ ॥ বেতার প্রচার : স্বরলিপি ॥ প্রচার সচিব : কল্যাণী দত্ত ॥
প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন
পরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ ॥ দৃশ্যগ্রহণ : টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, ইটিণ্ডাঘাট (বসিরহাট), মালঞ্চ (বসিরহাট), নারায়ণপুর মিশন গার্লস হাই স্কুল (রামপুরহাট, বীরভূম), ঘাটশীলা (বিহার), ফাতিমা চার্চ (ইন্টালী কলিকাতা) ॥
* প্রধান সহকারী পরিচালক : বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় *
সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : সুধীর চ্যাটার্জী, শ্রীকান্ত মণ্ডল ॥ সংগীত পরিচালনায় : গৌতম ব্যানার্জী, সুধাংশু ব্যানার্জী ॥ সম্পাদনায় : স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই ॥ আলোকসম্পাতে : মহাদেব, প্রভাস, ভবরঞ্জন, সুবাস, কালী, সানিয়া, হট, দিলীপ ॥ রূপসজ্জায় : তারাপদ পাইন ॥ প্রচারে : ইন্দ্রানী দত্ত ॥
* বিশ্বপরিবেশনায় : এন, ডি. ফিল্মস্ *
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মিস লাওসেন (নারায়ণপুর মিশন) গায়ত্রী, চৌধুরী, মনীশচন্দ্র ঘোষ (ইটিণ্ডাঘাট), ইটিণ্ডাঘাট গ্রামের গ্রামবাসীগণ, মুকুল চক্রবর্তী (ঘাটশিলা), কমলেশ চক্রবর্তী (ঘাটশিলা), নিরঞ্জন ভৌমিক ও শিখা ভৌমিক, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তেন্দু গোপ, পলি গোপ, শান্তি ঠাকুর (ঘাটশিলা), বিকুভাই ডি, রাভেল, সপ্তর্ষি ঘোষ, রাজর্ষি ঘোষ, সৌমেন্দু গোপ, সমীর ঘোষ, সৌমেন্দ্র ঘোষ, পুষ্পিতা চৌধুরী, সৌভাগ্য সিংহ (কুসুমগ্রাম, বীরভূম), জয়ন্ত সাহা, নির্মল রায়, মাঙ্গলিক (কলিকাতা), সংগীতাশ্রম (কলিকাতা), ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি, ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, গীতি সংঘ (কলিকাতা), ডেপুটি হাই কমিশনার অফ ইউনাইটেড কিংডম, হাইকমিশনার অফ অষ্ট্রেলিয়া।
রূপায়ণে : কণিকা মজুমদার, জয়শ্রী রায়, ৺রুবি মিত্র, পাঞ্চালী সেন, স্বাতী বিশ্বাস, বিউটি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতমা গোপ, শুক্লিমা গোপ, ভারতী দেবী, সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী চৌধুরী, রীণা নন্দী, ডলি ঘোষ, বীণা বিশ্বাস, আনন্দ রায়চৌধুরী, বরুণ দাশগুপ্ত, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, অনিমেশ চক্রবর্তী, দেবদাস মিত্র, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুণ্ডু। ইটীণ্ডাঘাট গ্রামের প্রকাশ, দিলীপ, সুশান্ত, বাসন্তী, শিখা, মধুমিতা, সাধনা, শর্মিষ্ঠা, শম্পা, ছন্দা। ঘাটশিলার লিপিকা, রীতা, কাকলি, মৌসুমী, গীতা, নন্দিতা, নমিতা। এবং নারায়ণপুর মিশন গার্লস হাই স্কুলের একহাজার ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী।

কাহিনী

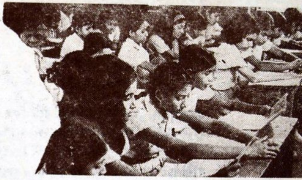

সুচরিতার কথা ॥ "সত্যের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা চলে, কোন-কিছুর জন্যে সত্যকে বর্জন করা চলে না।" এ কথা বলে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। মেয়েরা যদি আমাদের ভয়ে মিথ্যেটাকেই আশ্রয় করে তাহলে কি হবে ভেবে দেখুন আপনারা। মেরী সেদিন বললো ওরা লেখাপড়া করে না। তাই বলে ওদের মেরে-ধরে সেগুলো গিলিয়ে দিতে হবে? ওদের সঙ্গে মিশে ওরা কি চায় সেটা আগে জানতে হবে। তবেই আমরা ওদেরকে কাছে টেনে নিতে পারবো।

প্রশ্নপত্রে শক্ত শক্ত প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে খাতায় ওরা দিদিমণিদের নিয়ে কবিতা তো লিখবেই। একটা বাঁধা নিয়মের মধ্যে নিয়ে না গেলে কি ওদের পড়ানো যায় না। আমি এই ধারার একটা পরিবর্তন চাই। তাই আজও অন্য-সব শিক্ষয়িত্রীদের কটাক্ষ সহ্য করে এই বোর্ডিং-এ পড়ে আছি। এবং আমি জানি—That day will come.

মেরীর কথা ॥ সুচরিতাদিকে আমার আশ্চর্য লাগে। কেমন করে উনি ওই শিশুদের মধ্যে মিশে যেতে পারেন। ওদের অন্যায়গুলো কেমন করে মেনে নিতে পারেন। মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে। তবু সুচরিতাদির পরীক্ষাটার শেষ ফল দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

মাতঙ্গিনীর কথা ॥ ভীষণ অসভ্য ওই দুষ্টু-মিষ্টি। ঝোলের মাছ, গাছের পিয়ারা, সন্দেশমিষ্টি চুরি করে-করেই দিন ফুরোলো, পড়াশুনা করবে তার সময় কই। ওই দুটো মেয়েকে যদি স্কুল থেকে তাড়াতে পারে তবেই স্কুলটা ভালো হবে। সেদিন অমন মিটিং-এ মেয়েদুটো কিনা মারামারি বাধিয়ে বসলো। ওদের জন্যেই আবার সেদিন সুচরিতাদি ওকালতি করছিলেন।

ফাদার ॥ সুচরিতাই প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। শিশুদের মন বুঝে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে ওই। শিশুরা তো নরম মাটি, ওদের তৈরী করে নিতে হবে; আর এদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়াই তো শিক্ষয়িত্রীদের কাজ।

অন্বেষা ॥ দুষ্টুটা দুষ্টুমি করে বটে কিন্তু ওর মনটা খুব ভালো। সেদিন তো ওই উদ্যোগী হয়ে আমার জন্মদিন করলো। খেলাধুলোতে ও সবার প্রথম হয়। বড়দি বলে ও বড় হলে অলিম্পিকে যাবে। কিন্তু পড়াশোনায় ওর একদম মন নেই। কেন কে জানে? সেই সঙ্গে দলে পড়ে মিষ্টিটাও ওর মতো হয়েছে। বাণীর সঙ্গে ওদের একদম ভাব নেই। দূর, আমার এ স্কুলে একদম থাকতে ইচ্ছে করে না।

বাণী ॥ আমি তো ওদের চক্ষুশূল। অথচ ওদের জন্যে কত মিথ্যে কথা বলি। দুষ্টুটা ভীষণ হিংসুটে। কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। আচ্ছা আমিও দেখবো ও কতদূর যেতে পারে।

রাঁধুনিদি (চাকর) ॥ মেয়েদুটো ভারী বদ। সুপুরীটেন দিদিকে সব সময় অপদস্ত করছে। আমি ব্যাটাছেলে আমাকে বলে রাঁধুনিদি। ছিঃ ছিঃ। আবার বড়দি ওদের আস্কারা দেয়।

মালী ॥ খুব চোর খুব চোর ওরা। সব কিছু চুরি করে শেষ করে দিল। আমার গাছ থেকে ফুলগুলোকেও ওরা বাদ দেয়না গো।

মণিকাদি ॥ ক্লাশে যারা ফাঁকি মারে, কেবল কাটাকুটি খেলে বেড়ায়, তাদের আবার লেখাপড়া কি করে হবে? আর অন্য সময় কি করে পড়াশুনা করছে আমার দেখার দরকার কি? বড়দিটা যেমন। প্রশ্নপত্র নাকি বাইরে থেকে করেছি। করেছি বেশ করেছি।

অবিনাশ ॥ আমার মেয়ে দুষ্টু। তাকে আমার সৎশিক্ষা দেবার ইচ্ছা। তাই ওকে ওই বোর্ডিং-এ দিলাম। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে আমি ভাল বলেই মনে করি। একটু শিক্ষা মেয়েদের পেটে থাকলে ভবিষ্যতে স্বামী-শাশুড়ীর হাতে মাথা ফাটিয়ে বিষ্টু মোড়লের মেয়ের মত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে।

ঠাকুমা ॥ মা হারা মেয়ে অমন দূর দেশে একা কখনও থাকতে পারে? হতই না হয় মুখ্য, মেয়ে-ছেলে বইতো নয়।

আমসত্ত্বদাদা ॥ আহা এই দুটো মেয়েইতো সেদিন অষুধ এনে দিয়ে আমার ছেলেটার অসুখ সারালো। মিথ্যে কথা বলে আসলো তো কি হল? ভালো কাজে মিথ্যে বলা অন্যায় নয়।

আমসত্ত্বদাদার বৌ ॥ কেমন মাগো! ওদের একা একা দূর দেশে পাঠিয়ে দিয়েছো, মন কেমন করে না?

মিষ্টি ॥ দুষ্টুটা এখানে আসার পর থেকে এখন বেশ ভালো লাগছে। ও বেশ মজার মজার বুদ্ধি বার করতে পারে। ও যদিও হিন্দু, আমি খৃষ্টান, তবুও ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব। আয়েসা তো মুসলমান। ও কিন্তু কাউকে ঘৃণা করে না। যে যাই বলুক দুষ্টু কিন্তু খুব ভালো। ও কি সুন্দর কবিতা লিখতে পারে।

দুষ্টু ॥ আমাকে কোন দিদিমণি দেখতে পারে না। তাতে আমার বয়েই গেল। কথায় কথায় চোখ রাঙানি মার। কেন? একটু ভালোমুখে বলতে কি হয়? কিন্তু মেরীদি ও বড়দি কত ভালো। কেমন সুন্দর করে কথা বলেন। কত তো দুষ্টুমি করি কই কিছু তো বলেন না। ওইজন্যে ওদের সঙ্গে লাগি না। আমসত্ত্বদাদার বৌটাও কত ভালো। তাইতো রোজ বিকেলে ওখানে পালিয়ে গিয়ে মুড়ি খেয়ে আসি। আমার মা বেঁচে থাকলে ঠিক অমনটি করতো।

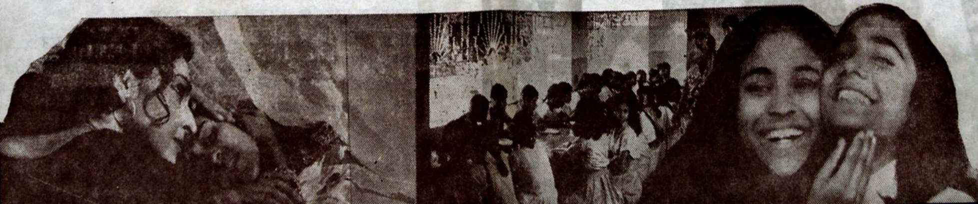

সংগীত

সরস্বতীস্তোত্রম

জয় জয় দেবী চরাচর সারে
কোটি সুশোভিত-মুক্তাহারে।
বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবী নমস্তে।
সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে।
শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোসুশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার ভূষিতা
যস্কবীণাজগত সর্বং শশ্বজ্জীবস্মৃত ভক্তে
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্তৈ সরস্বতৈ নমো নমঃ

(১)

শিল্পী :—আরতি মুখোপাধ্যায়
কথা :—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

হুররে হুরে হুররে হুরে হুরে
শেওড়া গাছে তালপুকুরে
পেত্নী হয়ে ঠিক দুপুরে আমরা নাচি গাই
লক্ষ্মীমেয়ে আমরা তো নই
দুষ্টু অতি দস্যি বড়ই
তাধিন তাধিন আমরা স্বাধীন
বকুনিকে কলা দেখাই।
আমবাগানে আমটা কেন ফলেরে
(কেন বলতো ?)
জিভটা কেন যায় ভরে যায় জলেরে
(কেন ?)
ঢিল ছুঁড়ে তাই নীচে নামাই
দোষটা তাতে দিলে পরে কিচ্ছু বলার নাই।
ঘাড়গুঁজে কেউ ছিপটা কেন ফেলেরে
(কেন ?)
ঠুকরোলে মাছ ফাৎনা কেন হেলেরে (কেন ?)
ঢেউ দিয়ে তাই জলটা ঘোলাই
দোষটা তাতে দিলে পরে
কিচ্ছু বলার নাই।

(২)

কথা ও সুর :—অতুলপ্রসাদ সেন
শিল্পী :—গায়ত্রী চৌধুরী

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরস সব বন্ধন টুটিয়া
আজি মন চায় অঞ্জলি লয়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের
সাগর মথিয়া
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন
সদা গ্রথিয়া
হাসি দিয়ে এরে করো গো পালিত
তব স্নেহ কোলে রাখিয়া
নয়নেতে দিয়ো মাগো স্নেহময়ী প্রেমের
অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া
রক্ষিও নাথ, তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া
দেখো প্রভু দেখো চালাইও এরে তুমি
নিজ হাতে ধরিয়া
মঙ্গল পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো পরাণ পাত্র ভরিয়া।
জীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু সকলের
প্রেমে বাড়িয়া
সে জীবনে প্রভু, যেন কোথা কভু না যায়
তোমারে ছাড়িয়া।

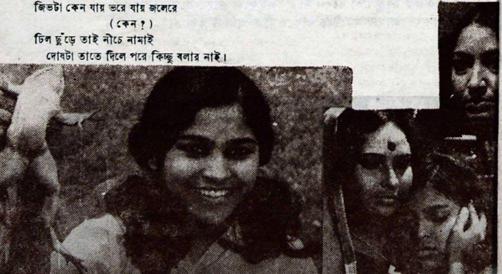

(৩)

শিল্পী :—আরতি মুখোপাধ্যায়
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখাপড়া করে যে গাড়ীচাপা পড়ে সে
হাড়গোড় ভেঙ্গে হয় হাড়ভাঙ্গা দ
পেট কাটে ডাক্তারে হয়ে যায় একবারে
পেটকাটা মূর্ধণ্য ষ
কোরাস :—হাড়ভাঙ্গা দ হাড়ভাঙ্গা দ
পেটকাটা মূর্ধণ্য ষ
বেশী অঙ্ককশার ফল হাতেনাতে পায়
মুখখানা বাংলার পাঁচ হয়ে যায়
গুণগুণ করে তায়
সব গুণ হারথায়
ধারাপাতে লিখে ফেলে হযবরল
কোরাস :— হ য ব র ল
লেখাপড়া যে না করে
যদি গাড়ীঘোড়া সে নাই চড়ে
চরণবাবুর গাড়ী থাকে তার পায়ে
যখন যেথানে খুশী
ছুটে ছুটে যায়
জেনো ওই যে রবিঠাকুর
ছোট থেকে তাই
ইস্কুল করতেন ভীষণ কামাই
না পড়েও একজন হয়েছেন মহাজন (কে ?)
নাম তার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ
কোরাস :— শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

(৪)

কথা :—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী :—আরতি মুখোপাধ্যায়

পাখী দিন ফুরোলো তবু কেন ঘরে ফিরিস না
আহা তোরও বুঝি আমার মত
ছোট্টবেলায় স্বর্গে গেছে মা।
আকাশ বাতাস আঁধার হোলে
কেউ কি তোকে নেয় না কোলে
কেউ কি তোরও চুল বাঁধে না
দেয়না ধুয়ে গা।
আমার কথা শোন রে পাখী
মা কখনো হারায় নাকি
মায়ে থাকে ভালোবাসা
যারে ঘরে যা।

(৫)

কথা :—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী :—হৈমন্তী শুক্লা

লম্বাদাড়ি চৌকিদার কাছে হেঁকে খবরদার
পালিয়ে যাবার পথটা জেনো নেই এখানে।
সবাই মিলে থাকতে হবে এই এখানে।
ঘণ্টাগুলো বড্ড কুঁড়ে দেরী করে বাজে
বেঞ্চিগুলোর পায়াভারি ডিগবাজি
খায় লাজে
দিদিমণির চেয়ারটারও মুখটা বেজায় ভার
খবরদার।
রান্নাঘরের রাধুনীদি চোখ পাকিয়ে থাকে
ফুল তুললেই বকে মালী
কেউ বকে না তাকে
এদের বড়দিমণির সাজানো সংসার
খবরদার।

(৬)

কথা :—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী :—হৈমন্তী শুক্লা

ধুমধারাক্কা দে না ধাক্কা
সব কাজ পাক্কা সব কাজ পাক্কা
সব কিছু ঠিক সব কিছু ঠিক
আজ পিকনিক
খোলা আকাশ দেয় শিখিয়ে
খোলা মনের গান
ছন্নছাড়া বাতাসটা আজ দেয় মাতিয়ে প্রাণ
গাছেরা তাই ফুলে ফলে
ভরল চতুর্দিক।
সব কাজ পাক্কা সব কাজ পাক্কা
সব কিছু সব কিছু ঠিক আজ পিকনিক।
ঝরণা বলে ঝরঝরিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড় ভাই
পাখি বলে আমরা আছি উড়ে যেতে চাই
আমরা বলি আমরা সবাই
হই খুশি ঠিকঠিক।
সব কাজ পাক্কা সব কাজ পাক্কা
সব কিছু ঠিক সব কিছু ঠিক আজ পিকনিক।

N.D. Films

সব নাটকের চেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক নাটক
প্রাপ্ত-বয়স্কদের চরম প্রাপ্তি যোগ...

প্রযোজনা : নির্মল বোস * আলো : কাশীনাথ পাল · মঞ্চ : শৈলেন দে * ধ্বনি : শ্রীপতি দাস * সঙ্গীত : রণেন ভঞ্জ * নৃত্য : বব্ দাস * স্থিরচিত্র : বাদল পোদ্দার * বেতার প্রচার : অনিন্দ্য সেন * প্রচার : কমল ঘোষ * সহ পরিচালনা : বাবলু সিন্হা।

নায়িকার ভূমিকায় নব নটী বিনোদিনী
আরতি ভট্টাচার্য্য

তৎসহ : প্রেমাংশু বোস, গৌরীশঙ্কর, সুভাষ, সলিল, সন্দীপ লোকনাথ, গৌতম, দীপক, প্রণব, পাহাড়ী, রূপা, তৃপ্তি, শিখা, অনুশ্রী, মাঃ অঞ্জন, মিস জে, মিণ্টু চক্রবর্তী, নন্দিনী মালিয়া ও অসীমকুমার।

এন ডি ফিল্মসের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-৭০০০১৩
* পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন *